অনুমতি মিললে খালেদা জিয়াকে আজই বিদেশ নেওয়া হতে পারে

করোনা আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিতে চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে আবেদন করেছেন তার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার। আবেদনপত্রটি পর্যালোচনার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনুমতি মিললে আজকের মধ্যেই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশ নেওয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশে লন্ডন রওনা করবেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এভারকেয়ার হাসপাতালের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

বিএনপি চেয়ারপারসন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, বৃহস্পতিবার যেকোনো সময় তাকে চার্টার্ড বিমানে করে সিঙ্গাপুর হয়ে লন্ডন নেওয়া হবে। সঙ্গে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদল এবং পরিবারের সদস্যরাও থাকবেন।

তবে বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান এ বিষয়ে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানাতে পারেননি।

এর আগে বুধবার রাতে খালেদা জিয়াকে বিদেশ নিয়ে যেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন তার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার।

রাত সাড়ে ৮টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধানমণ্ডির বাসায় আবেদনটি নিয়ে যান তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, রাত সাড়ে ৮টায় বিএনপি চেয়ারপারসনের ছোট ভাই একটি আবেদন দিয়েছেন। সেটা আমি গ্রহণ করেছি। আবেদনটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। তারা বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের যে নির্দেশনা দেবে সে অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।

তিনি আরও বলেন, তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার প্রয়োজন

সরকারের নির্বাহী আদেশে গত বছর ২৫ মার্চ মুক্তি পান খালেদা জিয়া। এরপর তার মুক্তির মেয়াদ দুই দফা বাড়ানো হয়েছে। যে নির্বাহী আদেশে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল সরকার তাতে শর্ত ছিল তিনি বিদেশে যেতে বা বিদেশে চিকিৎসা নিতে পারবেন না। এখন তাকে বিদেশ যেতে হলে সরকারের নির্বাহী আদেশের শর্ত শিথিল করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সরকার সেই শর্তটি শিথিল করলে খালেদা জিয়ার বিদেশে যেতে আইনগত কোনো বাধা থাকে না। এটা নির্ভর করছে একেবারেই সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর।

এর আগে গত বছর মার্চে বিদেশে চিকিৎসার জন্য মুক্তি চেয়ে স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিল খালেদা জিয়ার পরিবার।

এদিকে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার সবশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুগান্তরকে বলেন, করোনায় আক্রান্ত হয়ে সেরে ওঠা কম বয়সিদের ক্ষেত্রে এই জটিলতাগুলো তেমন কিছু নয়। যেহেতু খালেদা জিয়ার বয়স ৭৬, তাই জটিলতাগুলো দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা করছেন তারা। কিছু নতুন ওষুধও দেওয়া হচ্ছে। বিএনপির চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে পরিবার ও দলকে জানানো হয়েছে। আপাতত হাসপাতালে রেখেই তাকে চিকিৎসা দেওয়া হবে। খালেদা জিয়ার মেডিক্যাল বোর্ডের সদস্য তাকে এনজিওপ্লাস্টি করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ওই চিকিৎসক আরও বলেন, এখন পর্যন্ত শারীরিক যে অবস্থা, তাতে আমরা আশা করছি, তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সেরে ওঠার পর এ ধরনের কিছু জটিলতায় ভোগেন। তবে খালেদা জিয়ার বয়স হয়েছে। এ কারণে চিকিৎসকেরা বিষয়টি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। ফুসফুস থেকে যে তিন ব্যাগ ফ্লুইড বের করা হয়েছে, তা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে অন্য কোনো রোগের জীবাণু পাওয়া যায়নি।

বিএনপিপন্থি চিকিৎসকদের সংগঠন ড্যাবের এক নেতা জানান, অক্সিজেন দেওয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারছেন খালেদা জিয়া। তবে সে ক্ষেত্রে অক্সিজেনের মাত্রা কখনো ৯০ বা তার নিচে নেমে যায়। অক্সিজেন দিলে এর মাত্রা ৯৯ পর্যন্ত থাকে। দিনে তাকে দুই থেকে চার লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। কয়েক দিন যদি

এটি অব্যাহত থাকে, সে ক্ষেত্রে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শ্বাসকষ্ট থাকবে না বলেই তারা আশা করছেন। এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বুধবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমাদের দেশনেত্রী খালেদা জিয়া অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে আছেন। তার আশু রোগমুক্তির জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চান তিনি।

খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট, সিসিইউতে স্থানান্তর

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেছে।তাকে সোমবার বিকালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউতে) স্থানান্তর করা হয়েছে।

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বলেন, ম্যাডামকে সিসিইউতে নেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন।পরে বিস্তারিত জানানো হবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত খালেদা জিয়া এখন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার গুলশানের বাসা ‘ফিরোজা’র সব স্টাফ ইতোমধ্যে করোনামুক্ত হয়েছেন।

গত ১১ এপ্রিল খালেদা জিয়ার করোনা শনাক্ত হয়। এরপর থেকে গুলশানের বাসা ‘ফিরোজায়’ তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এফএম সিদ্দিকীর নেতৃত্বে চিকিৎসা শুরু হয়। ১৪ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো খালেদা জিয়ার করোনা টেস্ট হলেও ফলাফল পজিটিভ আসে। এরপর ২৭ এপ্রিল রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য অধ্যাপক ডা. শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়।

রিজভীর করোনা নেগেটিভ, কেবিনে স্থানান্তর

রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।এর আগে রিজভী করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর ৫ বার টেস্ট করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ৬ষ্ঠ বার পরীক্ষার পর নেগেটিভ রেজাল্ট আসল।

শনিবার এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, রিজভীর শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে উন্নতি হওয়ায় ও করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে করোনা ইউনিটের অধীনে কেবিনে তার চিকিৎসা চলছে।

তিনি বলেন, রিজভীর অক্সিজেন স্যাচুরেশনের উন্নতি হয়েছে। তবে এখনো তাকে নরমালি অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে তার শারীরিক অবস্থা ভালো। তিনি স্বাভাবিক খাবার খেতে পারছেন। নিজে নিজে হাঁটাচলা ও নড়াচড়া করতে পারছেন।

গত ১৬ মার্চ করোনা আক্রান্ত হন রুহুল কবির রিজভী। এরপরই ১৭ মার্চ তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। গত ১ এপ্রিল হঠাৎ করেই রিজভীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এবং অক্সিজেন লেভেল কমে গেলে তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

রুহুল কবির রিজভীর সুস্থতার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করেছেন তার ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার।

দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন খালেদা জিয়া

করোনায় আক্রান্ত বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন। খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা জানিয়েছেন।

রোববার গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মির্জা ফখরুল।

এ সময় তিনি বলেন, খালেদা জিয়া আহ্বান জানিয়েছেন দেশবাসী যেন তার জন্য ও তার মুক্তির জন্য দোয়া করেন। দেশবাসীকে আমরা আহ্বান করব, বিশেষ করে আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ ও নেতাকর্মীদের কাছে আহ্বান থাকবে, দেশনেত্রীর রোগ মুক্তির জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সুবিধামতো অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোয়া চাইবেন। আমাদের অনুরোধ থাকবে, আপনারা স্থানীয় মসজিদগুলোতে দোয়া চাইবেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখন সম্পূর্ণ স্থিতিশীল রয়েছে। দেশনেত্রীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। আমরা দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, তিনি তার ব্যক্তিগত দেশ বরেণ্য চিকিৎসদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন, তিনি ভালো আছেন।

এর আগে সকালে খালেদা জিয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আইসিডিডিআরবির রিপোর্টে তার কোভিড পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় আলোচনা।

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করলেন ইমরান সরকার

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
রোববার আইসিডিডিআরবির রিপোর্টে তার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

খালেদা জিয়ার করোনা ধরা পড়ার খবর জানাজানি হলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সূত্রপাত হয়। অনেকে ৭৫ বছর বয়স্ক এই নেত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তার চিকিৎসা কোথায় হবে সেটি নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন।

তবে অন্যান্য রাজনীতিকের মতো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা কামনা করেছেন গণজাগরণ মঞ্চের আহ্বায়ক ডা. ইমরান এইচ সরকার। রোববার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে থেকে একটি স্ট্যাটাস দেন ইমরান। খালেদা জিয়ার ছবি শেয়ার করে দেওয়া ওই স্ট্যাটাসে ইমরান সরকার লেখেন— ‘খবরে দেখলাম বেগম খালেদা জিয়া করোনা আক্রান্ত। আমাদের দেশে একটা নোংরা রাজনীতি আছে, ভিন্নমতের কেউ আক্রান্ত হলে এমনকি মৃত্যুবরণ করলেও অনেকে ট্রল করেন। এটি খুবই অসভ্য মানসিকতা। বেগম খালেদা জিয়া দ্রুত সুস্থ হোন— এটিই কাম্য।’

করোনার নমুনা নেওয়া হলো খালেদা জিয়ার

করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বাড়তি সতর্কতা হিসেবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার করোনা পরীক্ষার নমুনা নেওয়া হয়েছে। শনিবার বিকাল ৩টার দিকে রাজধানীর গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় তিনি এ নমুনা দেন।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের পরামর্শে করোনার নমুনা নেওয়া হয়। বিকাল ৩টার দিকে ল্যাবএইডের টেকনোলজিস্ট মো. সবুজ তার বাসায় প্রবেশ করেন। এর কিছুক্ষণ পর খালেদা জিয়ার ভাগ্নে ডা. মামুনও বাসায় যান। এ সময় তার উপস্থিতিতে খালেদা জিয়ার করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ এবং ডায়াবেটিস পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

সরকারের নির্বাহী আদেশে জামিনে রয়েছেন খালেদা জিয়া। যদিও তাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছেন বিএনপি নেতারা।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দুর্নীতির মামলায় তাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। দুই বছরের বেশি সময় কারাগারে থাকার পর গত বছর করোনা মহামারি বৃদ্ধি পাওয়ার পর পরিবারের আবেদনে তাকে ৬ মাসের জামিনে মুক্তি দেয় সরকার, যা তিন দফায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি গুলশানের বাসভবন ফিরোজায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে শুধুমাত্র তার পরিবারের সদস্য ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ দেখা করতে পারেন না।

রিজভীর তৃতীয়বার পরীক্ষায়ও করোনা পজিটিভ, দোয়া প্রার্থনা

তৃতীয়বার নমুনা পরীক্ষায়ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। বিএনপির এই নেতা করোনা আক্রান্ত হয়ে ১৭ মার্চ থেকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর সেখানে কোভিড ইউনিটে ১৩০৫ নম্বর কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তবে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও এখনো করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসছে বলে জানান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম।

ডা. রফিকুল বলেন, রিজভীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলেও তিনবার করোনা টেস্ট করার পর তার রিপোর্ট পজিটিভ আসছে। তার ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত। আজ (বুধবার) সকালে তার ডায়াবেটিস একেবারে কমে গিয়ে হাইপো হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরা ব্যবস্থা নেওয়ায় এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

ডা. রফিক আরও বলেন, করোনা নেগেটিভ রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে। এর আগে তার ফুসফুসের সিটিস্কেন করা হয়েছে, রিপোর্ট ভালো এসেছে। হার্টের রিপোর্টও ভালো। এছাড়া তিনি খাবারও খেতে পারছেন।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভোগার পর গত ১৬ মার্চ রিজভীর করোনা টেস্ট করলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, দলের মহাসচিবসহ স্থায়ী কমিটির সদস্যরা তার শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসার সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।

এদিকে রুহুল কবির রিজভীর আশু রোগমুক্তি কামনায় তার ব্যক্তিগত সহকারী আরিফুর রহমান তুষার দলীয় নেতাকর্মী ও দেশবাসীর কাছে পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া চেয়েছেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির জরুরি সভা বিকালে

বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোনাম স্থায়ী কমিটির সভা আজ বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। স্থায়ী কমিটির সদস্যরা ভার্চুয়ালি এ সভায় মিলিত হবেন। বিএনপর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

বিএনপির চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শায়রুল কবির খান যুগান্তরকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এটি দ্বিতীয় সভা। এর আগে গত শনিবার বিকেলে স্থায়ী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সপ্তাহের শনিবার বিকেল ৪টায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সভা হয়।

জানা গেছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ দলীয় বিভিন্ন জরুরি বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্থায়ী কমিটির এ সভা আহ্বান করা হয়েছে।

আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না কাদের মির্জা

আলোচিত রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ছোট ভাই আবদুল কাদের মির্জা দল থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়ে তিনি ঘোষণা দেন, আর কোনো নির্বাচনে অংশ নেবেন না, জনপ্রতিনিধিত্ব করবেন না।

বুধবার দুপুরে নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউন্টে স্ট্যাটাস দিয়ে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে কাদের মির্জা লেখেন, ‘আমি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। ভবিষ্যতে কোনো রকম কোনো জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না। ভবিষ্যতে আমি কোনো রকম কোনো দলীয় পদ-পদবির দায়িত্ব নেব না।’

এর আগে তিনি দুপুর ১২টার দিকে নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে লাইভে এসে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা দেন কাদের মির্জা।

এ সময় তিনি বলেন, ‘অতীতে যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছি, তা রক্ষা করে আমি বিদায় নিতে চাই। প্রশ্নবিদ্ধ আমি আর হতে চাই না।’

দল থেকে বিদায় নিচ্ছেন জানিয়ে কাদের কাদের মির্জা বলেন, ‘এতদিন আওয়ামী লীগের মির্জা ছিলাম। আওয়ামী লীগের মির্জা আজ থেকে আমি

নেই। কোনো শক্তি আমাকে আর আওয়ামী লীগের মির্জা বানাতে পারবে না।’

বিদায় বেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনি একসঙ্গে না পারলেও ধীরে ধীরে দলের দুর্নীতিবাজদের লাগাম টেনে ধরুন। যারা বেশি অনিয়মকারী তাদেরকে দল থেকে বের করে দিন। ‘প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন, কিন্তু আপনার প্রশাসন মাদককে সহযোগিতা করছে। আর এখনি ঘোষণা দিন যে, সংসদ সদস্যসহ যে কোনো প্রতিনিধি বা পদে আসতে মাদক ও নারীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। ডোপ টেস্ট করে চাকরিতে যোগদান করান।’

ওবায়দুল কাদেরের সমালোচনা করে বলেন, ‘তিনি পদপদবীর জন্য অপশক্তিদের কাছে মাথা নত করেছেন। যেদিন আমার ছোটভাই (দেলোয়ার) ফাঁসি দিয়ে মারা গেছে সে দিনই তার সঙ্গে (ওবায়দুল কাদের) সম্পর্ক মানসিকভাবে দূরে সরে গেছে।’

কাদের মির্জা ওবায়দুল কাদেরের সাবেক এপিএস বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি এটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন মানিকের সমালোচনা করে বলেন, ‘সে চাকরিপ্রার্থী অনেক নারীর সাথে অনিয়ম করেছে, অবশেষে বিয়েও করেছেন অনিয়ম করে।’

উল্লেখ্য, কাদের মির্জা নোয়াখালীর বসুরহাট পৌরসভায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। মেয়র নির্বাচনের আগে থেকে মির্জা কাদের দলের কিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেন। গণমাধ্যমে তাদের সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতা হয়েও তিনি নানা ইস্যুতে অবরোধ-হরতাল করে আসছিলেন। তাকে নিয়ে দল বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে বলেও বহু নেতা অভিযোগ করেন। অবশেষে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেন মির্জা কাদের।

হেফাজতের কর্মী মারা যাওয়ার প্রতিবাদ করলেও নিশ্চুপ ভারত প্রশ্নে

সুবর্ণ জয়ন্তী পালন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বেশ সতর্ক এবং কৌশলী রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছে বিএনপি। দলটি হেফাজতের ডাকা হরতালে সমর্থন দেয়নি। কিন্তু ‘স্বাধীনতা দিবসে মানুষ হত্যার’ প্রতিবাদে আগামীকাল ২৯ মার্চ ঢাকাসহ সারা দেশের মহানগরীগুলোতে সমাবেশ, বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। পরের দিন ৩০ মার্চ বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে জেলায় জেলায়। অথচ যে সফরকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়েছে, সেই ভারত বা প্রধানমন্ত্রীর মোদির বিরুদ্ধে দলটি ‘কৌশলী’ অবস্থান নিয়ে কোনো কথা বলছে না। গত কয়েক দিনে দলটি কথা বলছে কেবল সরকারের বিরুদ্ধে।

অবশ্য বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতে, ‘এখানে কৌশলের কিছু নেই।’ তিনি বলেন, ‘বিএনপি গণমানুষের রাজনীতি করে। সুতরাং সেই মানুষকে যখন হত্যা করা হয়, তখন আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। সে জন্যই আমরা প্রতিবাদ করছি, কর্মসূচি দিয়েছি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বিএনপি ভারতবিরোধী কোনো দল নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও আমরা নই। কিন্তু তাঁকে নিয়ে এসে সরকার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, এটি কারো কাম্য হতে পারে না।’

নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো জানাচ্ছে, কর্মসূচি ঘোষণার আগে গতকাল শনিবার বিকেলে দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে আলোচনা করে এমন কৌশলী অবস্থান নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে আলোচনা হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মানুষের সেন্টিমেন্টের বাইরে বিএনপির যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের মনোভাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। ফলে দুই দিনের কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়ে গতকালই তা ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে ভারত বা সফররত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট না করার পক্ষেও মত দেন বিএনপির বেশির ভাগ নেতা। তাঁরা বলেন, হেফাজতের পক্ষ হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ঠিক এই মুহূর্তে যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নিজেরা আগ্রহী হয়ে

মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে ভালোই হয়েছে বলে বিএনপির বেশির ভাগ নেতা একমত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ভিন্ন অপর একটি সূত্রে খবর নিয়ে জানা যায়, আজকের ডাকা হরতালের পক্ষে সমর্থন চেয়ে হেফাজতের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও বিএনপি তাতে সাড়া দেয়নি। তবে দলের কৌশলগত রাজনীতির বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

যদিও হেফাজতের হরতাল করার অধিকার আছে বলে দলগতভাবে মনে করে বিএনপি। কর্মসূচি ঘোষণার পর গতকাল সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, ‘প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায়সংগত সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে প্রতিবাদ করার। সেখানে তারা যদি কোনো কর্মসূচি দেয় বা হরতাল আহ্বান করে, সেটা যৌক্তিক তো বটেই।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিএনপির সিনিয়র একাধিক নেতা কালের কণ্ঠকে জানান, হেফাজতের ডাকা হরতালের সমর্থন না দেওয়ার বিষয়টি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া হয়েছে। কারণ ওই কর্মসূচিতে সমর্থন করা হলে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা জড়িত হয়ে বিএনপিকে আবারও বিপাকে ফেলার চেষ্টা করতে পারে—এমন শঙ্কা তাঁদের আছে। ২০১৫ সালের বিএনপির কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলটির বিরুদ্ধে ‘অগ্নিসন্ত্রাসের’ অভিযোগ উঠেছিল, যার অনেকগুলোর সঙ্গে বিএনপি জড়িত নয় বলে পরবর্তীকালে জানা গেছে।

পাশাপাশি দলের ডানপন্থী অবস্থানও এই মুহূর্তে স্পষ্ট করতে রাজি নয় বিএনপি। দলটি এখন বেশি যোগাযোগ রাখছে ডাকসুর ভিপি নুরুল হকসহ ছাত্র অধিকার পরিষদের সঙ্গে। পাশাপাশি বামদের সঙ্গেও তারা সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ভোটের রাজনীতিতে হেফাজতকে বড় ফ্যাক্টর মনে করা হলেও দলটিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন হারানোর ভয় রয়েছে বিএনপির মধ্যে।

তবে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং জনমনে সৃষ্ট সেন্টিমেন্টের প্রতি সামঞ্জস্য রেখে সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হলে তারা কর্মসূচি আরো বাড়াবে। আজ রবিবার হরতালের মধ্যেও সারা দেশে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ কর্মসূচি রয়েছে।

গত শুক্রবার বিএনপির পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতেও বায়তুল মোকাররম মসজিদে মুসল্লিদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে

সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বিএনপি। কিন্তু ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও সফররত প্রধানমন্ত্রী মোদি বা ভারতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি দলটি।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘হেফাজতে ইসলামের কর্মী মারা যাওয়ায় তারা হরতাল ডেকেছে এবং এই হরতাল ডাকার অধিকার তাদের আছে। আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারত থেকে লোক এসে তো এ দেশে মানুষ মারেনি। ভারত থেকে আসা মেহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সরকার এই মানুষ মেরেছে। তাই প্রতিবাদও সরকারের বিরুদ্ধে।’

স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে গিয়ে সরকার আজ মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। সংগত কারণেই বিএনপির কর্মসূচি দিতে হয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘প্রতিবাদের ভাষা সব দলের সব সময় এক না-ও হতে পারে। নিজেদের কর্মী মারা যাওয়ার কারণে হেফাজত হরতাল দিয়েছে। আমরাও বিক্ষোভ করে প্রতিবাদ জানাব।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ভারত বা সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কথা বলাটা বিএনপি রাজনৈতিক শিষ্টাচার বলে মনে করে না। কিন্তু এক দলকে ক্রেডিট দেওয়ার জন্য সমগ্র বিষয়টা সরকার যেভাবে হ্যান্ডল করছে, সে কারণেই পরিস্থিতি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে।’